দৈনিক ইনকিলাব

DEC 2 1 1999

পৃঃ ৮ কলাম ৮

## ছাত্র সমাজের উপর নির্যাতন চালিয়ে এক দফার আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না ঃ মওদুদ আহমদ

# ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশের হামলা

# লাঠিচার্জ ঃ টিয়ার গ্যাস ঃ আহত ৩০

**বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ** বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, ছাত্র সমাজের উপর জুলুম-নির্যাতন করে এক দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। এদেশের ছাত্র সমাজ অতীতের ন্যায় বর্তমানেও ফ্যাসিবাদী সরকারকে আন্দোলনের মাধ্যমে অপসারণ করে দেশে জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সোহেল-পিন্টুসহ ছাত্রদলের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মীর উপর পুলিশের নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দেশব্যাপী বিক্ষোভ-সমাবেশের কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল (সোমবার) মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এ কথা বলেন। সমাবেশ শেষে ছাত্রদলের একটি মিছিল

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

# ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশের হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বের হলে পুলিশ অতর্কিত মিছিলে হামলা চালায়। পুলিশের নির্মম লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপে ছাত্রদলের ২৫/৩০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ১০/১২টি গাড়ী ভাঙচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ছাত্রদলের ৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে।

ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য মেজর জেনারেল (অবঃ) জেড এ খান, বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর আব্দুল মান্নান, যুবদলের সভাপতি মির্জা আব্বাস, বিএনপির ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান এমপি, বরকতউল্লাহ ভুলু এমপি, এহসানুল হক মিলন এমপি, হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজিম উদ্দিন আলম এমপি, প্রফেসর আব্দুস সালাম, মুন্সী বজলুল বাসিত আঞ্জু, মনির হোসেন, রেহানা আক্তার রানু, মামুন হাসান, হারুনুর রশীদ হারুন।

সমাবেশে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, কোন সরকারই শেষ সরকার নয়। আজ যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আগামীকাল তারা রাজপথের ভিখারী হতে পারে। অতীতে কোন স্বৈরাচার যেমন অত্যাচার-নির্যাতন করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি বর্তমান সরকারও পারবে না। তিনি বলেন, দেশব্যাপী সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন জোরদার হয়েছে।

জনতা যখন রাজপথে তখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবেই। ফ্যাসিস্ট সরকার সোহেল-পিন্টুসহ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে চলমান এই এক দফার আন্দোলন স্তব্ধ করতে পারবে না।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আরও বলেন, এক দফার আন্দোলন শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে, চলতে থাকবে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) জেডএ খান বলেন, জাতির প্রেরণা সোহেল-পিন্টুকে গ্রেফতার করা হয়েছে এক দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য। এই জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

বিএনপি'র যুগ্ম সম্পাদক আবদুল মান্নান বলেন, সকল শক্তি আজ সরকারে বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাসকে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ভয় পায় না। রোজার পর লাগাতার কর্মসূচী দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো হবে। তিনি বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে কারারুদ্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীদের আমরা মুক্ত করে আনব।

মির্জা আব্বাস বলেন, আতঙ্ক-অস্থিরতা সারা দেশকে ঘিরে ফেলেছে। সোহেল-পিন্টু কোন অন্যায় করেনি, তারপরও তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি পুলিশের উদ্দেশে বলেন, আপনারা এমন কিছু করবেন না, যাতে আমরা পাল্টা কিছু করতে বাধ্য হই। মির্জা আব্বাস বলেন, ঈদের পর দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের সকল দুঃশাসনের দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে।

আমান উল্লাহ আমান বলেন, একই সাথে একটি ছাত্র সংগঠনের প্রধান দুই নেতাকে গ্রেফতারের নজির এ দেশের ইতিহাসে নেই। সরকারের পায়ের নীচে এখন মাটি নেই। তাই তারা গ্রেফতার-নির্যাতন-নিপীড়ন করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করে বলেন, অন্যথায় লাগাতার কর্মসূচী দিয়ে, প্রয়োজনে বাংলাদেশকে অচল করে দিয়ে সরকারের পতন ঘটানো হবে।

সমাবেশ শেষে বিকেল সোয়া ৪টার দিকে ছাত্রদলের মিছিলটি পল্টন হয়ে বিজয়নগরে এসে পৌছলে পুলিশ মিছিলে অতর্কিত হামলা চালায়। পুলিশ এ সময় ছাত্রদল নেতাকর্মীদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ ও ১০/১২ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে। ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে পুলিশের এ নারকীয় মিছিলটি পুলিশী হামলার মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় ৪/৫টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা বিজয়নগর ও নয়াপল্টন এলাকায় ১০/১২টি গাড়ী ভাঙচুর ও ১টি বেবিট্যাক্সি ভাঙচুর করে। গোটা এলাকায় এ সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মার্কেট, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। পুরানা পল্টন ও নয়াপল্টন সড়কে যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকে। পুলিশের উন্মত্ত ও হিংস্র হামলায় ছাত্রদলের ২৫/৩০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। আহতদের মধ্যে আছেন ছাত্রদল সহসভাপতি হাসান জাকির তুহিন, নূরুন্নবী চৌধুরী, এমএ হাসেম রাজু। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ছাত্রদলের ৪ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে মাছুম, মশিউর, নূরুল আমিন, খুরশেদ আলম। গ্রেফতার ও আহত করেও পুলিশ ক্ষান্ত হয়নি। ছাত্রদল কর্মীদের ধরার জন্য পুলিশ বাসা-বাড়ী, অফিস ও অলিগলিতে তল্লাশি চালাতে থাকে। এছাড়া বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেও বিপুলসংখ্যক পুলিশ অবস্থান করে। ঘন্টাখানেক পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এদিকে ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহী ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুন্সি বজলুল বাসিত আঞ্জু এক বিবৃতিতে গতকাল ছাত্রদলের মিছিলে পুলিশী হামলা এবং গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

**টাঙ্গাইল জেলা সংবাদদাতা ঃ** ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অর্ধ-শতাধিক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল (সোমবার) সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শহরে একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, সাধারণ সম্পাদক কাজী শফিকুর রহমান লিটন প্রমুখ।

রাজশাহী অফিস জানায়, আন্দোলনরত বিরোধী দলসমূহের মিছিলের উপর পুলিশের হামলা, ছাত্রদল সভাপতিসহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকাল (রবিবার) বিকেলে নগরীতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ করে। বিএনপি সোনাদীঘি মোড় হতে এবং জামায়াত সদর হাসপাতাল মোড় থেকে মিছিল করে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মনি চত্বরে সমাবেশ করে।

যশোর অফিস জানায়, যশোরে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। অন্যদিকে হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মিছিল করে।

বরিশাল ব্যুরো জানায়, বিরোধী দলের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল (সোমবার) বরিশাল শহরে ছাত্রদলের জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে শহরের বাংলাবাজার এলাকায় একটি বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রদল নেতা আখতার হোসেন মেবুলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা মিছিল ও প্রতিবাদ সভায় যোগ দেন বলে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

পাবনা থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, চার দলীয় লিয়াজোঁ কমিটি ঘোষিত কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংস হিসেবে গতকাল (সোমবার) বাদ মাগরিব পাবনা জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জাতীয় ছাত্র সমাজ এবং ছাত্র শিবির শহরে এক বিশাল মিছিল বের করে। মিছিল শেষে বর্তমান আওয়ামী সরকারের ফ্যাসিবাদী দলন-পীড়নের কঠোর সমালোচনা করে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্র ফুটে উঠেছে। এ অবস্থায় ছাত্র-জনতা আর চুপ করে থাকতে পারে না। পাবনা জেলা বিরোধী দলের ছাত্র নেতারা ঢাকায় কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দের ওপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলার নিন্দা